DU in Media

১৮ কার্তিক ১৪৩২ — 3 November 2025

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবিতে নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

আলোকিত ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ৩১তম ব্যাচের নবীন বরণ ও ২৬তম ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গতকাল রোববার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তামান্না হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. জাহিদা গুলশান স্বাগত বক্তব্য দেন। নবীনদের পক্ষ থেকে মেহজাবীন তাসনিম ইসলাম ও বিদায়ীদের পক্ষ থেকে ফারিয়া রউফ রিয়া অনুভূতি ব্যক্ত করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগপ্রাপ্তির সঙ্গে তাদের দায়িত্বও বেড়েছে। ড. মামুন আহমেদ আরও বলেন, ভর্তির এই সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে এবং পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। সূত্র : সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আজকালের খবর

ঢাবি পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ৩১তম ব্যাচের নবীনবরণ ও ২৬তম ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গতকাল রবিবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তামান্না হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. জাহিদা গুলশান স্বাগত বক্তব্য দেন। নবীনদের পক্ষে মেহজাবীন তাসনিম ইসলাম এবং বিদায়ীদের পক্ষে ফারিয়া রউফ রিয়া অনুভূতি ব্যক্ত করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগপ্রাপ্তির সঙ্গে তাদের দায়িত্বও বেড়েছে। ভর্তির এই সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে এবং পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য তিনি খেলাধুলা ও সহশিক্ষামূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

The Country Today

Freshers' reception, farewell of DU Statistics Research and Teaching Institute held

DU Correspondent

The 31st batch of freshmen and the 26th batch of farewell reception of the Institute of Statistical Research and Teaching, Dhaka University was held today, Sunday at TSC Auditorium.

Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Education) Prof Dr. Mamun Ahmed was present as the chief guest at the event. The program was presided over by the director of the institute, Professor Dr. Tamanna Howlader, and Dean of the Faculty of Continued to page 2

Freshers' reception

Science, Professor Dr. Abdus Salam, spoke as a special guest. The convener of the program organizing committee, Professor Dr. Zahida Gulshan, delivered the welcome speech. Mehzabeen Tasnim Islam expressed her feelings on behalf of the new students and Faria Rouf Ria on behalf of the outgoing students.

কালের কণ্ঠ

ই-পেপার

/ শিক্ষা

প্রকাশ: ০২ নভেম্বর, ২০২৫ ১০:০৬

ঢাবি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে ২ কমিটি গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

অ+ অ-

সংগৃহীত ছবি

সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা বিষয়ক কোর্স চালু এবং এ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজনের জন্য পৃথক দুটি কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

রবিবার (২ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এ দুই কমিটি গঠিত হয়। কমিটি দুটির প্রথম যৌথ সভা রবিবার কমিটির আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

AM

ঢাবি শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে ২ কমিটি গঠন

জেনেভা ক্যাম্পে বাংলাদেশিদের থাকার সুযোগ নেই : এডিসি জুয়েল

কমিটির সদস্য দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান মো. নূরুজ্জামান, নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আ খ ম ইউনুস, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শাকিলা ইয়াসমিন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. খোরশেদ আলম এবং গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের প্রভাষক মীর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন আলী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য ‘নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা’ বিষয়ক একটি কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

একই শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য মাস্টার্স পর্যায়ে দু’দিন ব্যাপী ‘নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা’ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে সভায় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

The New Age

DU sculpture students' 7-day exhibition begins

Cultural Correspondent

A SEVEN-day annual art exhibition showcasing experimental artworks by sculpture students from Dhaka University is underway at the university's Zainul Gallery. The event began on Sunday.

The 'Annual Art Exhibition 2024' is currently showcasing 71 artworks, primarily sculptures, created by 43 students during the 2023-24 academic year. The exhibition is dedicated to the memory of the late eminent sculptor Hamiduzzaman Khan.

The exhibition also displayed drawings, designs, animation, photographs and digital prints.

The exhibition opened with an award ceremony where six talented artists were honored for their exceptional artworks. The exhibition was inaugurated by the chief guest, Dhaka University Treasurer Professor M. Jahangir Alam Chowdhury, who also presented the awards to the artists.

The event was chaired by department chairman Nasimul Khabir and featured speeches from several distinguished guests: FFA dean Azharul Islam Sheikh Chanchal, Zainul Abedin's son Mainul Abedin, sculptor Lala Rukh Selim, and the exhibition's convener, Nasima Haque Mitu.

Pratyay Saha was honored with the Artist Anwar Jahan Memorial Award, Chinmoy Ghosh was presented the Professor Abdur Razzaq Memorial Award, and Oli Mia was the recipient of the Sculptor Novera Ahmed Memorial Award at the event.

Mridha Md. Raiyan Azim was honored with the Prof. Hamiduzzaman Khan Memorial Award. Concurrently, Sumit Roy received the Best Medium Award, while Supriyo Kumar Ghosh was presented with the Best Experimental Award by the guests.

The exhibition will conclude on November 8.

Dhaka University treasurer Professor M Jahangir Alam Chowdhury, among others, looks at a displayed artwork of a seven-day exhibition of the DU sculpture department students at the Zainul Gallery on the campus on Sunday. — Press release

The Country Today
03-11-2025

DU Sculpture Department's week-long annual art exhibition begins

DU Correspondent

The week-long 'Annual Art Exhibition' of the Department of Sculpture, Dhaka University has started on Sunday at Zainul Gallery of the Faculty of Fine Arts.

Dhaka University Treasurer Prof Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury inaugurated the exhibition as the chief guest at a function organized at the Osman Jamal Auditorium of the faculty. Later, he presented certificates and awards to 6 artists for the best artworks.

The inaugural ceremony, presided over by the Chairman of the Sculpture Department, Nasimul Khabir, was attended by the Dean of the Continued to page 2

DU Sculpture

Faculty of Fine Arts, Professor Dr. Azharul Islam Sheikh, Shilpacharya, Engineer Moynul Abedin, Professor of the Sculpture Department, Lala Rukh Selim, and the convener of the art exhibition, Dr. Nasima Haque Mitu.

আমার দেশ

উচ্ছেদ অভিযানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা এখন ঝকঝকে। রোববার তোলা © তাসিম উদ্দীন

উচ্ছেদ অভিযানের পর পাল্টে গেছে ক্যাম্পাসের চিত্র, ফিরেছে স্বস্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- নেই ভবঘুরে ও মাদকাসক্তদের আনাগোনা কমেছে যানজট
- অমানবিক হিসেবে আখ্যা বাম সংগঠনগুলোর
- মাদক কারবারি ও হকারদের কোনো স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে হতে পারে না : ডাকসু জিএস
- বিতাড়িত ছাত্রলীগের অনুপস্থিতিতে ক্যাম্পাসে নতুন অপরাধী চক্র গড়ে উঠেছে : ডাকসু ভিপি

মাহির কাইয়ুম, ঢাবি

দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খল ও অপরিচ্ছন্ন চিত্র এখন অনেকটাই পাল্টে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসের। একসময় তীব্র যানজট, ভাসমান দোকান, মাদকাসক্ত ও উদ্বাস্তুদের আনাগোনায় নাকাল ছিল চত্বরগুলো। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ডাকসু ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগে ধারাবাহিক উচ্ছেদ অভিযানের পর ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।

গতকাল শনিবার বিকালে সরেজমিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, রাজু ভাস্কর্য, কার্জন হল, মেট্রোরেল এলাকা, ফুলার রোডসহ বিভিন্ন চত্বর ঘুরে দেখা যায়, আগের তুলনায় অবৈধ দোকানপাট অনেকটাই উধাও। ভবঘুরে ও মাদকাসক্তদের আনাগোনা কমেছে, কমেছে যানজটও।

বিশেষ করে মেট্রোরেলের ঢাবি স্টেশনের সামনে, যেখানে আগে অযান্ত্রিক রিকশার কারণে নিয়মিত যানজট লেগেই থাকত, সেখানে এখন অনেকটাই সুশৃঙ্খল পরিবেশ।

রোকেয়া হলের আবাসিক শিক্ষার্থী মাহমুনা আক্তার বলেন, ক্যাম্পাসে অনেকটা সুশৃঙ্খল পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। আগে টিএসসির মোড়ে যত্রতত্র গাড়ি, রিকশা দাঁড়িয়ে থাকার ফলে জ্যাম লেগেই থাকত। কিন্তু এখন সেই দৃশ্য আর নেই। আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারছি।

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের শিক্ষার্থী আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, ক্যাম্পাসজুড়ে কিছুটা স্বস্তি এসেছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিরাজ করছে। তবে ক্যাম্পাসের কিছু কিছু জায়গা এই স্বস্তিকর পরিবেশ এখনো ফেরেনি।

তিনি বলেন, টিএসসি, মেট্রোরেল, ভিসি চত্বর, মল চত্বর এবং ফুলার রোড এলাকা থেকে ভবঘুরে-মাদকাসক্তদের উচ্ছেদ করা

►► পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

উচ্ছেদ অভিযানের পর পাল্টে গেছে

►► শেষ পৃষ্ঠার পর

হলেও তারা একেবারে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে চলে যায়নি। বরং তারা কবি সুফিয়া কামাল হল এলাকা, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল এলাকায় ভিড়ে আস্তানা গেড়েছে। এ কারণে আমরা অনেকটা নিরাপত্তাহীনতায় থাকি।

ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য সর্বমিত্র চাকমা বলেন, যে ভবঘুরেরা রাতে ক্যাম্পাসে থাকে, তারা দিনের বেলা মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিল-মিটিং করে। আমরা দেখেছি, এই মানুষগুলোর পেছনে কাজ করছে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট। যারা মাদক, চাঁদাবাজি ও রাজনৈতিক ভাড়াটে কর্মকাণ্ডে জড়িত। এই লোকদের অনেকেই নিজেকে ফুল বিক্রেতা বা হকার পরিচয় দেয়, কিন্তু আসলে তারা মাদক চক্রের সদস্য।

তিনি বলেন, আমরা চাই একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস, যেখানে নারী শিক্ষার্থীরা হয়রানির শিকার হবে না, শিক্ষকরা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবেন। প্রয়োজনে প্রয়োজনে কঠোর অবস্থান নিতে প্রস্তুত।

ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের বলেন, মাদক কারবারি, ভ্রাম্যমাণ দোকানি, ভবঘুরে ও অবৈধ দোকানমুক্ত নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করেই আমরা কাজ করছি। কারণ, শিক্ষার্থীদের নিরা[...] আমাদের কাজ।

তিনি অভিযোগ করেন, নিরাপদ ক্যাম্প[...] উদ্যোগ নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ম[...] বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু আমরা [...] কাজ করছি না—শিক্ষার্থীদের স্বার্থে নিয়ে [...] স্বার্থেই কাজ করছি।

অন্যদিকে, উচ্ছেদ অভিযা[...] বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে কিছু বিতর্কও তৈ[...] প্রশাসনের এই উদ্যোগের বিরোধিতা ক[...] ছাত্র সংগঠনগুলোর একাংশ হকারদের প[...] নামে। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, সমাজ[...] ফ্রন্টসহ বাম সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীর[...] অভিযানকে 'অমানবিক' হিসেবে আখ্যা[...] তারা বলছেন, ডাকসু নেতারা বল প্রয়ো[...] নিরীহ দোকানিদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের [...] সামিনা লুৎফা ডাকসুর কার্যক্রমকে 'পুরা[...] বলেন, উচ্ছেদ বা সহিংসতা কোনো শিক্ষা[...] পারে না। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক [...] হাসান মাহমুদ সামাজিক যোগাযোগমাধ[...]

[...]পড়া রুখাই [...] পুনর্বাসনের [...] আমাদের [...]নো অন্যায় [...] শিক্ষার্থীদের [...] পর [...] হয়েছে। [...] বামপন্থি [...] দিচ্ছেন [...]তান্ত্রিক ছাত্র [...] এ উচ্ছেদ [...] করেন। [...] মাধ্যমে [...] অধ্যাপক ড. [...] আশা দিতে [...] কাজ হতে [...] ড. কামরুল [...] লেখেন,

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ মানবিকতা শেখানো। সহিংসতার পথ শিক্ষা নয়।

অভিযানের বিরোধিতা প্রসঙ্গে ডাকসুর জিএস এসএম ফরহাদ বলেন, ঢাবির স্টেকহোল্ডার শুধু শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী। মাদক কারবারি বা অবৈধ হকারদের কোনো স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে হতে পারে না। হয় ডাকসু থাকবে, নয়তো সিন্ডিকেট—দুটি একসঙ্গে নয়।

ডাকসুর ভিপি আবু সাদিক কায়েম বলেন, বিতাড়িত ছাত্রলীগের অনুপস্থিতিতে ক্যাম্পাসে নতুন অপরাধী চক্র গড়ে উঠেছে। এই চক্রই এখন হকার ও ভবঘুরে নামের আড়ালে মাদক ও চাঁদাবাজির সিন্ডিকেট চালাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, অনেকে বলছে ডাকসু পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে পারে না। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার—৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী ডাকসু একটি স্বীকৃত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। কাজেই ডাকসু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেরই একটি অংশ।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি ঢাকা